



192041 - গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'জায়যে?

প্রশ্ন

আমাদের জন্য গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'হালাল? যদি সটো জায়যে হয় তাহলে গর্ভস্থতি পশুটিকে আমাদের ক'করা উচতি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

কুরবানী: ইসলামরে অন্যতম একটা নিদির্শন; যার বধিান আল্লাহ'র কতিাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। ইতপূর্বে 36432 নং প্রশ্নোত্তরে তা আলোচতি হয়ছে।

কুরবানীর পশুর শর্তাবলীর বিবরণ জানতে 36755 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুই:

গর্ভবতী বাহমাতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) দিয়ে কুরবানী করা জায়যে হ'বে কনি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। অধিকাংশ মাযহাবরে আলমেদের মতে, এমন পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়যে। কুরবানীর পশুর য' ত্রুটগুলোর কারণে এর দ্বারা কুরবানী করা যায় না সগেলোর মধ্যে তারা গর্ভধারণকে উল্লেখ করেননি। তবে শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাদের মতে, গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা নষিধে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (১৬/২৮১):

“অধিকাংশ ফকিহবিদি আলমে গর্ভধারণকে কুরবানীর পশুর ত্রুটির মধ্যে উল্লেখ করেননি; তবে শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ ব্যতীত। তারা পরস্কারভাবে জায়যে না হওয়ার কথা উল্লেখ করছেন। কনোনা গর্ভধারণরে ফলে পটে নষ্ট হয়ে যায় এবং গোশত ভাল হয় না।”[সমাপ্ত]

শাফয়েি মাযহাবরে কতিাব ‘হাশিয়াতুল বুজাইরমি আলাল খত্বীব’-এ এসছে:



“গর্ভবতী পশু কুরবানীর পশু হিসেবে যথেষ্ট নয়। এটাই (মাযহাবরে) প্রতর্ষিষ্ঠি অভিমিত। কেননা গর্ভধারণে ফলে গশেষত কমযে যায়। আর যাকাতরে ক্ষত্রেগে গর্ভবতী পশুকযে পূরণ উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় যহেতুে যাকাতরে ক্ষত্রেগে বংশবৃদ্ধির বযিযটি উদ্দেশ্যে; গশেষত ভাল হওয়া নয়।”[পরমির্জতিরূপে সমাপ্ত]

অগ্নগণ্য অভিমিত হলো: কুরবানীর পশু হিসেবে গর্ভবতী বাহমিতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) উপযুক্ত; যদি তার ক্ষত্রেগে অন্য কোন প্রতর্ষিষ্ঠিতা না থাকে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

“গর্ভবতী বকরী দিয়ে কুরবানী করা সঠিক; যমেনভাবে অ-গর্ভবতী বকরী দিয়েও সঠিক; যদি পশুটি কুরবানীর ক্ষত্রেগে দোষণীয় দোষণগুলো থেকে মুক্ত হয়।”[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৬/১৪৬)]

তনি:

যদি গর্ভস্থতি পশুটি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে সটোকযে জবাই করা হবযে এবং খাওয়া যাবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থযে (৯/৩২১) বলেন: “যদি স্থতিশীল জীবন নিয়ে জীবতি অবস্থায় বরে হয় এবং জবাই করার সুযোগ পায়; কনিতু জবাই না করে এক পর্যায়যে মারা যায়; তাহলে সে পশুটি জবাইকৃত হিসেবে গণ্য হবযে না। ইমাম আহমাদ বলেন: যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে অবশ্যই জবাই করতে হবযে। কেননা সটে অন্য একটি প্রাণ।”[সমাপ্ত]

আর যদি মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতযে, সটেও খাওয়া যাবে। কেননা মাকযে জবাই করার মাধ্যমযে সটোকযেও জবাই করা হয়ছেযে।

আবু সাঈদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনযে যযে, তনি বলেন: “মায়রে জবাই গর্ভস্থতি পশুর জবাই।”[সুনানে আবু দাউদ (২৮২৮), সুনানে তরিমযিহি (১৪৭৬) এবং তনি সহহি বলছেনযে, সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১৯৯) ও মুসনাদযে আহমাদ (১০৯৫০); আলবানী ‘সহহিলু জামযে’ গ্রন্থযে (৩৪৩১) হাদসিটকিযে সহহি বলছেনযে]

যমেনটি পূর্বযেই আমরা উল্লখে করছেযে এটি হানাফী মাযহাব ছাড়া অধিকাংশ মাযহাবরে আলমেদরে অভিমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থযে (২৬/৩০৭) বলেন:

“গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়যে। যদি কুরবানীর পশুর গর্ভস্থতি সন্তান মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে ইমাম শাফযেই, ইমাম আহমাদ ও অন্যন্য আলমেদরে নকিট তার মায়রে জবাই করাটাই তার জবাই; চাই তার চুল গজযিযে থাকুক; কথিবা না গজযিযে থাকুক। আর যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে জবাই করতে হবযে।



ইমাম মালকের মাযহাব হচ্ছে: চুল গজালে হালাল; অন্যথায় নয়।

ইমাম আবু হানফির মতে, বরে হওয়ার পর জবাই করা ছাড়া সটো হালাল হবে না।”[সমাপ্ত]

এ মাসয়ালাটি ইতপূর্ববে বসিতারতিভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু কিছু আলমে চকিত্টিসাগত দকি ববিচেনা করে গরুভস্থতি পশু খাওয়াককে মাকরুহ বলছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।